দৈনিক ইত্তেফাক

MAY 14 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

নকলমুক্ত পরীক্ষা চাই

- নকল প্রতিরোধ করুন।
- পরীক্ষায় নকল শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে, জাতিকে বিপর্যস্ত করে।
- পরীক্ষায় নকল করা বা নকলে সহায়তা প্রদান করা থেকে বিরত থাকুন।
- নকল করে ডিগ্রী নিয়ে নিজকে প্রতারিত করবেন না।
- নকল করে পাওয়া ডিগ্রী কর্মজীবনে কোন কাজে আসে না।

প্রফেসর মোহাম্মদ জুনাইদ,
চেয়ারম্যান,
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,
ঢাকা।

ডিএফপি-১১৮১৫-৯/৫
স-১৮৩৫ (এ)

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

নকলের কুফল

পরীক্ষার্থীদের প্রতি :

১। নকল করে বহিষ্কৃত হলে শিক্ষা জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। শিক্ষা জীবন ধ্বংস হওয়ার ফলে কর্মজীবন হতাশা ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।

২। পরীক্ষায় যে নকল করে সে সমাজে ঘৃণ্য ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

৩। নকল করে পরীক্ষায় পাসের দুর্বলতা আজীবন বয়ে বেড়াতে হয় এবং এজন্য কর্মজীবনে পদে পদে লজ্জিত ও বিব্রত হতে হয়।

৪। ভুয়া পরিচয় দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে ছাত্র-ছাত্রী কারাদণ্ড অথবা অর্থ দণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। এর ফলে জীবনের সর্বস্তরে কঠিন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে।

শিক্ষকদের প্রতি :

১। শিক্ষক/কক্ষ পরিদর্শক হিসেবে নকলের সহায়তা প্রদান করলে-
ক) বহিষ্কৃত হতে পারে।
খ) বেতন-ভাতাদি বন্ধ হতে পারে।
গ) চাকুরিচ্যুত হতে পারেন।

২। এর ফলে নিজের ও পরিবারের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়াসহ আর্থিক অনটন সৃষ্টি হতে পারে। ফলে কর্মজীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

৩। শিক্ষক হিসেবে নকলে সহায়তা করে অভিযুক্ত হওয়া সমগ্র শিক্ষক সমাজের জন্য কলংকস্বরূপ। এ ব্যাপারে শিক্ষক সমাজ সর্বতোভাবে সচেতন থাকুন।

নকলে সহায়তা প্রদানকারীদের প্রতি :

১। পরীক্ষার হলে নকল সরবরাহ করলে বা নকলে সহায়তা প্রদান করলে কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ড হতে পারে।

২। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্বলিত কোন কাগজপত্র অথবা পরীক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে বলে মিথ্যা-ধারণাদায়ক-কোন কাগজ যেকোন উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করা হলে কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ড হতে পারে।

প্রফেসর মোহাম্মদ জুনাইদ,
চেয়ারম্যান,
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

ডিএফপি-১১৮১৪-৯/৫
স-১৮৪০